

LECTURE

CONTENT



৯ বাংলা ব্যাকরণ

- ➔ বানান / বানানের নিয়ম: বিগত বিসিএস প্রশ্ন
- ➔ বানান / বানানের নিয়ম
- ➔ ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান
- ➔ বাক্যশুদ্ধি : বিগত বিসিএস প্রশ্ন

- ➔ বাক্য শুদ্ধিকরণের নিয়ম
- ➔ প্রয়োগ-অপ্রয়োগ

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

- ১। বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। (৩৮তম BCS)
- ২। বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। (৩৬তম BCS)
- ৩। বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। (৩৫তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

বাংলা বানানের নিয়ম এর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বাংলা বানানের ৬টি নিয়ম লিখুন।
- ০২। বাংলাদেশ জাতীয় পাঠ্যপুস্তকবোর্ড কর্তৃক প্রণীত বাংলা বানানের ৬টি নিয়ম লিখুন।
- ০৩। বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের ৬টি নিয়ম লিখুন।
- ০৪। বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম লিখুন।
- ০৫। বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম লিখুন।
- ০৬। বাংলা বানানে ই-কার (i) ব্যবহারের ৬ টি নিয়ম লিখুন।
- ০৭। বাংলা বানানে 'জ' ও 'য' ব্যবহারের নিয়ম লিখুন।
- ০৮। বাংলা বানানে 'শ', 'ষ' ও 'স' ব্যবহারের নিয়ম লিখুন।
- ০৯। বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের নিয়ম লিখুন।
- ১০। ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের ৬টি নিয়ম লিখুন।

STUDENT



STUDY

বাংলা বানান রীতি

সর্বস্তরে অভিন্ন বাংলা বানান প্রচলনের জন্য বাংলা একাডেমী ভাষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে প্রমিত বাংলা বানানের রীতি প্রণয়ন করে। নিম্নে বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (আংশিক) তুলে ধরা হলো:

০১. এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।
০২. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন-চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, হস্ত, ধর্ম, ভবন, কৃষ্ণ, ভক্ত, পাষণ, গাত্র, বন্য, পুত্র, দণ্ড, পিতা, সন্তান, ক্ষিত্তি, অঙ্গরা, কন্যা, রাত্রি, গৃহিণী ইত্যাদি।
যে সব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, উ উভয়ই শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং কার চিহ্ন ি, ু ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্গা, উষা।

০৩. সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন-অহম্ + কার = অহংকার এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।
সন্ধি না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।
০৪. রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জন, উর্দ্ধ, কর্ম, কার্য, সূর্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, উর্ধ, কর্ম, কার্য, সূর্য ইত্যাদি হবে।
০৫. সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঙ্গ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়।
যেমন: গুণী → গুণিজন, প্রাণী → প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রিপরিষদ।
০৬. সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন: কৃতি-কৃতিত্ব, দায়ী-দায়িত্ব, প্রতিযোগী-প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী-মন্ত্রিত্ব, সহযোগী-সহযোগিতা।
০৭. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: ইতস্তত, কার্যত, প্রথমত, প্রধানত, মূলত।

অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দ

- ০১। ই, ঈ, উ, ঊ : সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ি, ু ব্যবহৃত হবে। যেমন: আরবি, আসামি, গাড়ি, চুরি, বাড়ি, ইংরেজি, সরকারি, পাগলি, কুমির, নানি, দাদি, মামি, নিচে, ফিরিজি, ফরিয়াদি, বাঙালি, নিচু, চুন, উনিশ।
- ০২। ঋ, ঋ: ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ থির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খেপা, খিধে ইত্যাদি লেখা হবে।
- ০৩। মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন : তৎসম শব্দের বানানে ণ ও ন-এর নিয়ম মানতে হবে। এছাড়া তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণ-ত্ব বিধি মানা হবে না। অর্থাৎ ‘ণ’ ব্যবহার করা হবে না। যেমন-অম্মান, ইরান, কোরান, গভর্নর, রানি, পরান গুনতি, বারনা, ধরন, হর্ন।
- ০৪। শ, ষ, স : তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-এর নিয়ম মানতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য হবে না। বিদেশি মূল শব্দে শ, স-এর যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। কিন্তু বিদেশি শব্দে এ ক্ষেত্রে স হবে। যেমন- স্টল, স্টেশন।
আরবি-ফারসি শব্দে ‘সে’, ‘সিন’ ‘সোয়াদ’ বর্ণ গুলোর প্রতিবর্ণরূপে স এবং ‘শিন’ এর প্রতিবর্ণরূপে ‘শ’ ব্যবহৃত হবে। ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি বর্ণ বা ধ্বনির জন্য ‘স’ এবং sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য ‘শ’ ব্যবহৃত হবে।
- ০৫। জ, য : বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণত বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন- কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল, পুলিশ, হাজার, বাজার। কিন্তু ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমন-আযান, ওয়ু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান।
- ০৬। আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ : আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন-করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো।
- ০৭। বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ : বাংলায় বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। যেমন স্টেশন, স্ট্রিট।
- ০৮। নাই, নেই, না এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন-বসে নাই, পাব না। তবে নি এক সাথে লিখতে হবে। যেমন: করিনি।
- ০৯। উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোনো পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ না হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করতে হবে।
- ১০। হস্চিহ যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- করব, চট, টক, টন, ডিশ, ফটফট ইত্যাদি।
- ১১। উর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: দুজন, আল, চাল, বলে ইত্যাদি।
- ১২। ভাষা ও জাতির নামের ক্ষেত্রে ই-কার হবে। যেমন-ইংরেজি, জাপানি, ইরানি ইত্যাদি।
- ১৩। বিশেষণবাচক ‘আলি’ প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন-রূপালি, সোনালি ইত্যাদি।
- ১৪। পদাশ্রিত নির্দেশক ‘টি’-তে ইকার হবে। যেমন-লোকটি, ছেলেটি, বইটি ইত্যাদি।
- ১৫। সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন-জটিলতামূলক, সংবাদপত্র, পিতাপুত্র।

- তবে বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দকে হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন: জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।
- ১৬। নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণরূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন: আজই, এখনই।
- ১৭। বিশেষণ বাচক পদ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন-এক জন, কত দূর, লাল গোলাপ, সুনীল আকাশ।
- ১৮। সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে 'কী' শব্দটি ঙ্গ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন-কী করছ? এটা কী বই?, কী করে যাব?
- অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন-তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল?
- ১৯। যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?
- ২০। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

STUDENT



STUDY

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

ণ-ত্ব বিধান: বাংলা ভাষায় 'ন' ও 'ণ'-এ দুটি বর্ণের উচ্চারণ একই এবং 'স' ও 'ষ' এর উচ্চারণও কোনরূপ পার্থক্য নেই। কিন্তু বানানের ক্ষেত্রে এদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগবিধি রয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য খাঁটি বাংলা বা দেশি তত্ত্ব বা বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য- ণ লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য- ন এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণ-ত্ব বিধান।

১। ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম:

০১. ঋ, র, ষ-এই তিনটি বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন-ঋণ, রণ, বর্ণ, কারণ, ভাষণ, ভূষণ, তৃণ, কৃষ্ণ, উষ্ণ, ব্যাকরণ, ভীষণ ইত্যাদি।
০২. ঋ, র, ষ-এই তিনটি বর্ণের পর যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্ণ, প-বর্ণ, য, ব, হ কিংবা ং থাকে তবে তৎপরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন-কৃপণ, দর্পণ, শ্রবণ, পাষণ, হরিণ, বৃহণ ইত্যাদি।
০৩. ট-বর্গীয় বর্ণের পূর্বে যুক্ত দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন-কল কণ্টক বণ্টন, ঘণ্টা, লুণ্টন, কণ্ঠ, ভাণ্ড, প্রচণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।
০৪. প্র, পরা, পরি, নির- ধাতুর দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন-প্রণাম, প্রণয়ন, পরিণাম, নির্ণয় ইত্যাদি।
০৫. পর, পার উত্তর, চান্দ্র, নার, রাম শব্দের পর অয়ন যুক্ত হলে অয়নের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ন' হয়। যেমন-উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ ইত্যাদি।
০৬. প্র, পূর্ব, পরা, অপর শব্দের পরস্থিত অহ্ শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন-প্রাহ্, পূর্বাহ্, পরাহ্, অপরাহ্ ইত্যাদি।
০৭. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই বা নিপাতনে সিদ্ধ মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন:

চাণক্য মাণিক্য গণ	বাণিজ্য লবণ মণ	বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি	স্থানু গুণ পুণ্য বেণী	ফণী অণু বিপণী গণিকা
আপণ লাভণ্য বাণী	নিষ্পণ ভণিতা পাণি।	গৌণ কোণ ভাণ পাণ শাণ।
চিক্ণ নিক্ণ তৃণ	কফোণি বণিক গুণ	গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

২। ণ-ত্ব নিষেধ বা ব্যতিক্রম:

১. ঋ, র, ষ-এই তিনটি বর্ণের পর স্বরবর্ণ, ক বর্ণ, প বর্ণ, য, ব, হ কিংবা ং ব্যতীত অন্য বর্ণ থাকলে তৎপরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন-দর্শন, নর্তন, বর্ধন, বিসর্জন ইত্যাদি।
২. ত বর্গীয় বর্ণের পূর্বে যুক্ত দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন-অন্ত, বৃত্ত, গ্রন্থ, বন্দুক, বৃন্দ, বন্ধু ইত্যাদি।
৩. খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন-সোনা, কান, কোরান, ইরান, মডার্ন ইত্যাদি।
৪. বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন-করেন, ধরেন, মারেন ইত্যাদি।
৫. সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদে ত, র, ষ থাকলেও পরে পদের দন্ত্য মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন-ত্রিনয়ন, মৃগনাভি, দুর্নাম ইত্যাদি।

৩। ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম: বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য 'ষ' ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই তত্ত্ব, দেশি ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ' লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে 'ষ' এর প্রয়োগ রয়েছে। যে সব তৎসম শব্দে 'ষ' রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত রয়েছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ' এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

৪। ষ-ত্ব বিধান সমূহ:

০১. ঋ বা ঋ-কারের পরিস্থিত দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন-ঋষভ, ঋষি, তৃষা, বৃষ ইত্যাদি।

০২. অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ ক এবং র এর পরস্থিত দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন- চিকির্ষা, মুমূর্ষু, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।
০৩. ট এবং ঠ এর পূর্বে যুক্ত দন্ত্য স মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন- কষ্ট, নষ্ট, মিষ্টি, কনিষ্ঠ ইত্যাদি।
০৪. ই কারান্ত এবং উকারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুর দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন-অভিষেক, পরিষদ, প্রতিষেধক, অনুষঙ্গ, অনুষ্ঠান, সুমুগু ইত্যাদি।
০৫. নিঃ, দুঃ, আবিঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ, বহিঃ এগুলোর পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে দন্ত্য 'স' এর পরিবর্তে মূর্ধন্য 'ষ' হয়, লযেমন-নিষ্কর, নিষ্ফল, দুঃপ্রাপ্য, আবিষ্কার, চতুষ্পদ, বহিষ্কার ইত্যাদি।
- কতগুলো শব্দে স্বভাবতই বা নিপাতনে সিদ্ধ মূর্ধন্য 'ষ' হয়।
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ভাষা মাষা ষট আষাঢ় ষণ্ড | কষিত পাষণ ইষু পাষণ্ড |
| কষায় কাষায় কলুষ দ্বেষ | ষোড়শ, তোষণ, শোষণ, পোষণ, ভূষণ |
| রোষ অভিলাষ কোষ | উষা উষর মানুষ ভাষণ ঔষধ ওষধি |
| ঈষৎ সরিষা ষট চক্র ষড়যন্ত্র | আভাষ বাষ্প মুষিক |
| পৌষ পুষ্প ভাষ্য। | |
১৮. য-ত্ব বিধির ব্যতিক্রম:
১. ঋটি বাংলায় মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যেমন- মিনসে সোনা ইত্যাদি।
 ২. বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যেমন- করিস, ধরিস, মারিস।
 ৩. সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যেমন-অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ ভূমিসাৎ ইত্যাদি।
 ৪. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি শব্দে কখনো মূর্ধন্য 'ষ' হবে না। এসব শব্দের মূল উচ্চারণ অনুযায়ী দন্ত্য স অথবা তালব্য শ হবে। যেমন- আরবি: নকশা, মুশকিল, শয়তান, মজলিস, সনদ, ফসল ইত্যাদি।
ইংরেজি: কমিশন, ব্রিটিশ, মেশিন, স্যার, সিলেবাস, বাস ইত্যাদি।
ফার্সি: খুশি, খোশ, চশমা, আসর, খানসামা, রসিদ ইত্যাদি।

বাংলা ব্যাকরণ বাক্যশুদ্ধি

বিগত বিসিএস প্রশ্নাবলি ও সমাধান

৩৮তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
২. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।	আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত কবি ছিলেন।
৪. সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।	সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী।
৫. ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।

৩৭তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. যেসব শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনোযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।	১. যেসব শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনোযোগী সেসব শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।
২. আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।	২. আপনি সপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।
৩. তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি মুগ্ধ।	৩. তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি হতবাক।
৪. আজ রাতে বজ্রপতনের সম্ভাবনা আছে।	৪. আজ রাতে বজ্রপাতের সম্ভাবনা আছে।
৫. তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।	৫. তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।
৬. জৈষ্ঠ্য মাসে তার সর্ব জৈষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।	৬. জৈষ্ঠ্য মাসে তার জৈষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।

৩৬তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
--------------	-------------

১. তাহার সৌন্দর্য্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।	তার সৌন্দর্য্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
২. এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী নিস্তব্ধ হয়ে গেল।	এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী নিস্তব্ধ হয়ে গেল।
৩. ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।	ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
৪. মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে সুস্বাগত জানানো হলো।	মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানানো হলো।
৫. তার সাংঘাতিক আনন্দ হলো।	তার অত্যন্ত আনন্দ হলো।
৬. ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।	ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।

৩৪তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।	তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।
২. এ খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।	এ খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
৩. মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।	মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
৪. তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।	তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।
৫. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
৬. এটি একটি অনুবদিত গ্রন্থ।	এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ।
৭. আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।
৮. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।	এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।
৯. এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।	এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।
১০. তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।
১১. বালকটি আরোগ্য হয়েছে।	বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।
১২. সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।	সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

৩৩তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।	এসব লোককে আমি চিনি।
২. তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।	তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়।
৩. শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
৪. তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।	তিনি নিরহঙ্কার ও নিরাপদ মানুষ।
৫. সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।	সে গাছ থেকে অবতরণ করল।
৬. অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।	অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।
৭. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।	আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
৮. তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার দরিদ্রতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
৯. আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।
১০. ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।	ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিল।
১১. নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না।	নিরপরাধ লোক কাউকে ভয় করে না।
১২. অপরাহু লিখতে অনেকেই ভুল করে।	অপরাহু লিখতে অনেকেই ভুল করে।

৩২তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।

২. ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।	ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
৩. এমন অসহনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।	এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করিনি।
৪. আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	আকর্ষণ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
৫. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
৬. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (ভগ্নি) অসুস্থ।
৭. সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।	সমুদয় সভ্য আসিয়াছেন।
৮. পাতায় পাতায় পরে নিশির শিশির।	পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
৯. বান্ধা শেষ হইতে না হতে কুঝাটিকা অনচলটি ছাইয়া ফেললো।	ঝঞ্ঝা শেষ হইতে না হইতে কুঝাটিকা অঞ্চলটি ছাইয়া ফেলিল।
১০. পৈত্রিক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রত্ব রক্ষা হয়, মহদুপকারও হয়।	পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।
১১. সকলে একত্রিত হয়ে ধূমপান পরিত্যজ্য ঘোষণা করিলেন।	সকলে একত্র হয়ে ধূমপান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করলেন।
১২. অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।	অনূদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।

৩১তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. সমস্ত প্রাণীকুলই পরিবেশের জন্য নিত্য প্রয়োজন।	সমস্ত প্রাণীই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
২. মুমূর্ষ লোকটির সাহায্য করা উচিত।	মুমূর্ষ লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।
৩. তোমার কটুক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছে।	তোমার কটুক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
৪. রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।	রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য অধিকতর সাহায্যের প্রয়োজন।
৫. কারোর জন্যই দৈন্যতা কাঙ্খিত হতে পারে না।	কারও জন্যই দৈন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।
৬. আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাস পড়ি নি।	আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি।
৭. পুকের পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।	পুকের পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
৮. অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ জানতে চাইল।	অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।
৯. বিষয়টি মস্তিষ্কে গ্রহণ করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।	বিষয়টি মস্তিষ্কে গ্রহণ করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।
১০. অনুষ্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।	অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধবে আমন্ত্রিত।
১১. সেই ভীষণ ঘটনা এখনও বিস্মিত হতে পরি নি।	সেই বীভৎস ঘটনা এখনও বিস্মৃত হতে পারিনি।
১২. লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।	লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চড়ছে ঘোটক।

৩০তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. অন্তর্মান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।	অস্তায়মান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্র-সৈকতে ভিড় জমিয়েছে।
২. তিনি স্বস্তীক বাহিরে গেলেন।	তিনি সস্তীক বাইরে গেছেন।
৩. সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।	ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
৪. অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।	অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
৫. মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।	মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
৬. আমি এ ঘটনা চাম্ফুস প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
৭. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য করা অনুচিত।
৮. নতুন নতুন ছেলেগুলো বড়ই উতপাত করছে।	নতুন ছেলেগুলো বড়ই উৎপাত করছে।
৯. তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।	তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
১০. রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।	রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়।
১১. বিমানের সিলেটগামী আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।	সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি দেরিতে ছাড়বে।
১২. ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।	ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

২৯তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য	বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

২. সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
৩. সকলের সহযোগিতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।
৪. বুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।	বুড়িতে রাখা সমস্ত মাছের আকার একই রকমের।
৫. তাহার শুশ্রূষা ও সান্তনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।	তাহার শুশ্রূষা ও সান্তনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম।
৬. এমন অসহনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যাথা কখনও অনুভব করিনি।
৭. স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিণী পরিষ্কার করার নিমিত্তে কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।	স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিণী পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।
৮. কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে।	কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে।
৯. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।	তিনি আনন্দিত (সানন্দ) চিত্তে সম্মতি দিলেন।
১০. সে যে ব্যাকরণের বিভীষিকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান।	সে যে ব্যাকরণের বিভীষিকায় ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
১১. নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ত্বাধীনে আছে।	নদী-তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে (অধীনে) আছে।
১২. ভূমিকম্পে উর্ধ্বমুখী দালানটি ধসে পড়লো।	ভূমিকম্পে উর্ধ্বমুখী দালানটি ধসে পড়লো।

২৮তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই।	১. এমন মধুর আচরণ সবার মুগ্ধতা সৃষ্টি করবেই।
২. সশিক্ষিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতা ভুগিবে এমন ভাবছ কেমন কারণেই?	২. শিক্ষিত (সশিক্ষ) মানুষটি বুদ্ধিহীনতায় ভুগবে- এমন ভাবছ কোন কারণে?
৩. কবি সামগ্রের ধারণা ত্রুটি রহিয়াছে বলে মনে হয়?	৩. কাব্য-সমগ্রের ধারণায় ত্রুটি রয়েছে বলে মনে হয়?
৪. প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান, কৃতঞ্জলিপুটে গ্রহণ করতে হয়।	৪. প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় না, উহা প্রকৃতির দান, কৃতঞ্জলিপুটে গ্রহণ করিতে হয়।
৫. হল বিশাল খুড়িতেই কেচো গর্ত লম্বা বাহির সর্প থেকে।	৫. কেঁচো খুড়িতেই গর্ত হইতে বিশাল লম্বা সর্প বাহির হইল।
৬. সকল ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাগুলো রাস্তার এক পাশে স্তুপীকৃত করে রাখিতেছিল।	৬. সকল ঝাড়ুদার মহিলা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতা রাস্তার এক পাশে স্তুপীকৃত করে রাখিতেছিল।
৭. বর্ষা সজল মেঘকজ্জল দিবসে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।	৭. বর্ষাসজল মেঘকরোজ্জ্বল দিবসে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।
৮. বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশেই ঠিক করবে	৮. বাংলাদেশের পক্ষে কি ভালো কি মন্দ, তা বাংলাদেশেই ঠিক করবে
৯. বৈস্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মল্লোষধি।	৯. বিশ্ব-সভ্যতার রোগ সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মল্লোষধি।
১০. মানুষের শারীরিক-ঘেঁষা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান।	১০. মানুষের শরীর-ঘেঁষা যেসব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরনো।
১১. অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মহাত্ম ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।	১১. অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মহাত্ম্য ঘটে থাকে, সেটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।
১২. এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়	১২. এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্য লোকে লোকারণ্য বলে মনে হয়।

২৭তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করেছেন।	তিনি শহিদমিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।
২. জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ।

৩. কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
৪. রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন।	রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
৫. তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য নেই।	তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য নেই।
৬. দারিদ্র্যতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।	দরিদ্রতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
৭. দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য।	দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যজ্য।
৮. নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর।	নেপালের ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা কর।
৯. সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারল না।	সে কৌতুক করার কৌতুহল সংবরণ করতে পারল না।
১০. স্বাধীনতাগোরকালে বাংলা নাটকের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২৪তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. বানান ভুল দোষণীয়।	বানান ভুল দৃষণীয়।
২. ইচ্ছা প্রমাণ হয়েছে।	ইচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে।
৩. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
৪. অধীনস্থ কর্মচারীরা এটি করেছে।	অধীনস্থ কর্মচারীগণ এটি করেছে।
৫. ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
৬. জাপান উন্নতশীল দেশ।	জাপান উন্নত দেশ।
৭. বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান	বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান।
৮. দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু।	দুষ্কৃতিকারীরা সমাজের শত্রু।
৯. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
১০. বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম	বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।

২৩তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।	জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।
২. নিজের বিষয়ে তার কোন মনযোগ নেই।	নিজের বিষয়ে তার কোনো মনোযোগ নেই।
৩. তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।	তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
৪. নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।	নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
৫. সে আকর্ষণ পর্যন্ত পান করেছে।	সে আকর্ষণ পান করেছে।
৬. মৃত্যুভয়ে সে সশঙ্কিত হ'ল।	মৃত্যুভয়ে সে সশঙ্ক (শঙ্কিত) হলো।
৭. বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত।	বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত।
৮. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।	এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।
৯. তার সৃজিত ভূলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।	সৃষ্ট ভূলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হলো।
১০. সে খুবই বিদ্যান ব্যক্তি।	সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি।

২২তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণ করেন।	জমির সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণ করেন।
২. শামসুর রহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।	শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন (অন্যতম) শ্রেষ্ঠ কবি।
৩. কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।	কলেজের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

৪. বিয়েবারিতে গিয়ে তিনি অকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন।	বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ খেয়ে এলেন।
৫. বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।	বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।
৬. বমালসুদ্ধ চোর হেণ্ডার হয়েছে।	বমাল/মালসুদ্ধ চোর হেণ্ডার হয়েছে।
৭. আদালত তাঁকে স্বশরীরে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন।	আদালত তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
৮. তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল।	কঠিন পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল।
৯. সে বড় দুরাবস্থায় পড়েছে।	সে বড় দূরবস্থায় পড়েছে।
১০. সাধারণ জন গডালিকাপ্রবাহে ভেসে চলে।	সাধারণ মানুষ গডলিকাপ্রবাহে ভেসে চলে।

২১তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
২. শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।	শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
৩. ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ।	ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ।
৪. অঙ্ক কষিতে ভুল করা উচিত নয়।	অঙ্ক কষতে ভুল করা উচিত নয়।
৫. অনবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভাল নয়।	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
৬. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।	এই দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প শুরু হলো।
৭. তিনি স্বস্ত্রীক স্টেশনে গিয়াছেন।	তিনি স্ত্রীক স্টেশনে গিয়াছেন।
৮. সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমিচিন শব্দাবলী অনেক ছাত্রছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পারে না।	সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন শব্দাবলি অনেক ছাত্রছাত্রী শুদ্ধ লিখতে পারে না।
৯. রচনাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রাহিয়াছে।	রচনাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্য রয়েছে।
১০. তাহার বৈমাত্রের সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রের ভ্রাতা/ভগ্নি অসুস্থ।

২০তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
২. তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছিলো।	তার উদ্ধত আচরণে ব্যথিত হয়েছিলম।
৩. সকল সভাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
৪. অন্যায়ের প্রতিবাদ দুর্নিবায়।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
৫. তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
৬. এ দায়িত্ব আমাকে দিও না।	এ দায়িত্বভার আমাকে দিও না।
৭. শরীর অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি।	শরীরিক অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি।
৮. আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন?	আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী বলেন, তবে ঐ মেয়েটিকে কী বলবেন?
৯. আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যকীয় স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যক সার্থকতা লাভ করতে চাই।
১০. তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী।	তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ/চাক্ষুষ সাক্ষী।

১৮তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. ইদানিং কালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।	ইদানিং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
২. প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।	প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
৩. তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন।	তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন।
৪. এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
৫. জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।	জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

৬. পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সৌদি আরবের শিক্ষাকমিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।	সৌদি আরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষাকমিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।
৭. নীরহ অতিথি শুধু আসির্বাদ চেয়েছিলেন।	নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
৮. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
৯. ভ্রান্তি কিছুতেই ঘুচে না।	ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না।
১০. ব্যর্থই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।	ব্যর্থই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

১৭তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।	তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।
২. শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকবে।	শরীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে।
৩. মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।	মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
৪. মুহূর্তের ভুলে বিদূষকরাও বিপাকে পড়ে।	মুহূর্তের ভুলে বিদূষকরাও বিপাকে পড়ে।
৫. পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।	পুরান চাল ভাতে বাড়ে।
৬. সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।	সলজ্জ/লজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
৭. তার মত কুশলী শিল্পী ইদানিং কালে বিরল।	তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানিং বিরল।
৮. আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।	আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।
৯. তিনি অথথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করেছেন।	তিনি অথথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করেছেন।
১০. একবিংশ শতক আসিতে আর মাত্র চার বৎসর বাকি রয়েছে।	একবিংশ শতাব্দী আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রহিয়াছে।
১১. সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হয়েছে বাজেট।	সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম বাজেট।
১২. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা আছে।	স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা আছে।
১৩. গণবিধান ও যতুবিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না।	গণ-তুবিধান ও য-তুবিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না।

১৫তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।	সে, তুমি ও আমি কাল সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।
২. যিনি যথাযথই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করে না।	যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।
৩. তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশ গিয়াছে।	তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গিয়াছে।
৪. বিষয়টির বিসদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।	বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।
৫. ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।	ইহা একটা মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
৬. পরিবেশে দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।	পরিবেশ দূষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।
৭. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	দরিদ্রতা (দারিদ্র্য) বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
৮. এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই।	এই সব মানুষের কোনো ঠিকানা নাই।
৯. শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।	শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ ব্যক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
১০. মণিষী ডঃ মোহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।	মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
১১. তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।	তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো।
১২. তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে সবাই দোষ দিবে।	তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে।
১৩. তোমরা সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।	তোমরা সুখে-দুঃখে পরস্পরের সাথি হও।
১৪. বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।

১৩তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
--------------	-------------

১. মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
২. অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছনা কেন?	অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন?
৩. আমাদের দৈন্যতা দৃষ্টে তোমার পুলকের কারণ কি?	আমাদের দৈন্য দেখে তোমার পুলকের কারণ কী?
৪. পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
৫. বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী।	বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামী।
৬. ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে।	ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
৭. সর্বদেহে অসহনীয় ব্যাথা, ঔষধ দেব কোথায়?	সর্বদেহে অসহ্য (অসহনীয়) ব্যাথা, ঔষধ দিব কোথা?
৮. কালানুক্রমানুসারে আমি সবই জানতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।	কালানুক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
৯. বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম।	বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তোমাকে দেখছিলাম।
১০. মনোনীত কবিতা হতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।	নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।
১১. মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন।	মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত সকল শিক্ষককে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন।
১২. অনাদি অনন্ত কাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো।	অনাদি (অনন্ত) কাল ধরে আমি তোমাকে স্মরণ করব।
১৩. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপতত ঐকমত্যে পৌছলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।	রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপতত ঐকমত্যে পৌছুলেন, তবু (আগামী দিনে) ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না।
১৪. অনন্যোপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলেন।	অন্যোপায় হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।

১১তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. এমন অসহনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যাথা কখনও অনুভব করিনি।
২. সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারলো না।	সে কৌতুক করার কৌতুহল সংবরণ করতে পারল না।
৩. মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
৪. সর্ব বিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে।	সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
৫. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে ঘরে ঘরে (প্রতিঘরে) হাহাকার।
৬. শশীভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে।	শশীভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে।
৭. তিনিও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।	তিনিও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
৮. সে সংকট অবস্থায় পড়েছে।	সে সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়েছে।
৯. আবাল্য হতেই স্বয়ত্বপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।	আবাল্য (বাল্য থেকেই) স্বত্বপূর্বক (স্বত্রে) ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।
১০. সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের অতিথ্য সৎকার করা উচিত।	সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি-সৎকার করা উচিত।
১১. তার কাজ করার জন্য আমি আশ্রয় চেষ্টা করব।	তার কাজ করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।
১২. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।	মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ন।
১৩. গতকাল নিলীমা লাল পেড়ে শাড়ি পড়ছিল।	গতকাল নীলিমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।
১৪. তোমরার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব না।	তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার কাছে সম্ভব নয়।

১০তম BCS

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।	তিনি সানন্দ (আনন্দিত) চিত্তে সম্মতি দিলেন।
২. লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।	লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।
৩. তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত ছিল।	তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।
৪. তার মত করিতকর্মী লোক আর হয় না।	তার মতো করিত্কর্মী লোক আর হয় না।
৫. সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।	সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।
৬. বিবাদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।	বিবাদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।

৭. হিমালয় পর্বত দুর্লভ্যনীয়।	হিমালয় পর্বত দুর্লভ্য।
৮. তিনি এখন সমাজে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।	তিনি এখন সমাজে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।
৯. সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।	সে ভিড়ে অন্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।
১০. তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।	তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।
১১. সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
১২. মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।	মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।
১৩. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
১৪. মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।



আলোচ্য বিষয়

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাক্যশুদ্ধি

- | | |
|---|---|
| ১। আমি গীতাঞ্জলী পড়িয়াছি। | ১৬। অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। |
| ২। উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। | ১৭। বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ। |
| ৩। দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। | ১৮। কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখিয়াছেন। |
| ৪। চন্ডিদাস মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। | ১৯। ইদানিং কালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন। |
| ৫। তিনি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন। | ২০। তাহার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি। |
| ৬। বমালগুদ্র চোর থেপ্তার হয়েছে। | ২১। সে খুবই বিদ্যান ব্যক্তি। |
| ৭। তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেট গিয়াছেন। | ২২। আমি এই ঘটনা চান্ক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। |
| ৮। বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাঠিত হয়েছে। | ২৩। সর্ব বিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে। |
| ৯। রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। | ২৪। আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত। |
| ১০। সকল ছাত্রগণই উপস্থিত ছিল। | ২৫। তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। |
| ১১। ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ। | ২৬। তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়। |
| ১২। তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি। | ২৭। আমি অপমান হয়েছি। |
| ১৩। আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত। | ২৮। সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য। |
| ১৪। তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই। | ২৯। তিনি স্বস্ত্রীক স্টেশনে গিয়াছেন। |
| ১৫। বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। | ৩০। বিপদগ্রস্থকে সাহায্য কর |



নিয়ম: ০১

সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণজনিত ত্রুটি: ভাষা প্রয়োগে কখনো চলিত ভাষার রূপের সঙ্গে সাধু ভাষার রূপ মেশানো উচিত নয়। হয় সাধু ভাষার প্রয়োগ হবে, না হয় চলিত ভাষার। ভাষা ব্যবহারে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দোষের বলে এ ধরনের মিশ্রণ সযত্নে পরিহার করতে হয়। সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দেখা গেলে যে কোনো একটি রীতিতে তা পরিবর্তন করে নিতে হয়।

❖ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন। ❧ শুদ্ধ: শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন।

নিয়ম: ০২

বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি: বহুত্ব বোঝাতে আমরা বহুবচন ব্যবহার করি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি, গুলো, রা, এরা, ইত্যাদি যুক্ত করে বহুবচন তৈরি করা হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, বহুবচনের পরে দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ কোনো শব্দকে একবার বহুবচনে রূপান্তরিত করলে পুনরায় তার বহুত্ব অপ্রয়োজনীয়। তাই অগণিত, অনেক, বহু, যাবতীয়, সব ইত্যাদি যত বহুবচ্যাক শব্দ আছে, তাদের পরে সংশ্লিষ্ট বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি/গুলো ইত্যাদি যুক্ত হবে না।

❖ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল। ❧ শুদ্ধ: ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছিল।

নিয়ম: ০৩

সন্ধিজনিত ত্রুটি: সন্ধিজনিত কিছু ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- অত্যধিক (হবে অত্যধিক = অতি + অধিক), ইতিপূর্বে (ইতঃপূর্বে = ইতঃ + পূর্বে), অদ্যবধি (হবে অদ্যাবধি = অদ্য + অবধি) ইত্যাদি।

❖ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করে। ❧ শুদ্ধ: জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করে।

নিয়ম: ০৪

সমাস সংক্রান্ত ত্রুটি: সমাস নিষ্পন্ন কিছু শব্দ বানানের ক্ষেত্রে সচরাচর ভুল হয়। যেমন- আহোরাত্রি (হবে আহোরাত্র), পিতাহীন (হবে পিতৃহীন), কুঅর্থ (হবে কদর্থ)। তেমনি অহর্নিশি নয় অহর্নিশ, অতলম্পর্শী নয় অতলম্পর্শ, অর্ধরাত্রি নয় অর্ধরাত্র, দিবারাত্রি নয় দিবারাত্র, ভ্রাতাবৃন্দ নয় ভ্রাতৃবৃন্দ, সুবুদ্ধিমান নয় সুবুদ্ধি, যুবরাজা নয় যুবরাজ, মাতাজাতি নয় মাতৃজাতি ইত্যাদি।

❖ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: পিতাহীন শিশুটিকে অবহেলা করে না। ❧ শুদ্ধ: পিতৃহীন শিশুটিকে অবহেলা করে না।

নিয়ম: ০৫

বাচ্যজনিত ভুল: কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'হওয়া' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও 'হওয়া' ক্রিয়ার রূপ হবে।

❖ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: আমি অপমান হয়েছি। ❧ শুদ্ধ: আমি অপমানিত হয়েছি।

নিয়ম: ০৬

বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের কিংবা বিশেষণের বাহুল্য প্রয়োগজনিত ভুল: বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদকে বিশেষণ কিংবা বিশেষণ পদকে বিশেষ্য ভেবে পদ পরিবর্তন করে এ ধরনের ভুল করা হয়। যেমন- 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে 'ঈদ' প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ নয়।

❖ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়। ❧ শুদ্ধ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

নিয়ম: ০৭

লিঙ্গজনিত ভুল: বাংলা সাধু ভাষার এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, সুন্দরী বালিকা, বীরাজনা নারী। এ রকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্য স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়।

❖ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ❧ শুদ্ধ: বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

নিয়ম: ০৮

পুনরুক্তি বা বাহুল্যজনিত ভুল: একই অর্থবিশিষ্ট শব্দের পুনরুক্তি বা বাহুল্য ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। তবে বাংলায় অনেক বিশিষ্ট লেখকের এ ধরনের শিথিল প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ‘অশ্রজল’ শব্দটি। কিন্তু অশ্রু অর্থই চোখের জল। এক্ষেত্রে অশ্রুর সাথে আবার জল যোগ করা বাহুল্য দোষের পর্যায় পড়ে।

❧ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: সমূলসহ বৃক্ষটি উৎপাটিত হয়েছে ❧ শুদ্ধ: সমূলে বৃক্ষটি উৎপাটিত হয়েছে।

এখানে ‘সহ’ শব্দটি ‘সমূল’ শব্দের মধ্যে লুকায়িত; তাই সমূলসহ শব্দটি ‘সহ’ শব্দ দ্বারা বাহুল্য দোষে দুষ্ট।
একই ভাবে ‘অশ্রজল’ নয় ‘অশ্রু’, আয়ত্তাধীন নয় ‘অধীন’ বা ‘আয়ত্তে’, ‘ইদানিংকালে’ নয় ‘ইদানিং’ ইত্যাদি।

নিয়ম: ০৯

যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল: শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন- অজ্ঞতা (জ্ঞানহীনতা) বোঝাতে অজ্ঞানতা (মূর্খতা) শব্দের প্রয়োগ; সন্ত্রীক (স্ত্রী সহ) বোঝাতে স্বন্ত্রীক (নিজের স্ত্রী) শব্দের প্রয়োগ।

❧ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: তিনি স্বন্ত্রীক ঢাকায় থাকেন। ❧ শুদ্ধ: তিনি সন্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।

নিয়ম: ১০

‘তা’ এবং ‘ত্ব’ প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ: ‘তা’ এবং ‘ত্ব’ হলো বিশেষ্যবাচক প্রত্যয়, যা কেবল বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করে। তাই বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে আবারও ‘তা’ বা ‘ত্ব’ যুক্ত করলে ভুল হবে। যেমন: ‘ধীর’ বিশেষণ শব্দের সাথে ‘তা’ যোগ করে বিশেষ্যবাচক শব্দ ‘ধীরতা’ হয়। কিন্তু ‘ধীর’ এর সঙ্গে বিশেষ্যবাচক ‘য’ প্রত্যয় যোগ করে ‘ঐর্ঘ্য’ বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। ফলে ‘ঐর্ঘ্য’ শব্দের আবারও বিশেষ্যবাচক ‘তা’ প্রত্যয় যুক্ত হলে তা ভুল বলে গণ্য হবে।

❧ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: রচনাটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়। ❧ শুদ্ধ: রচনাটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।

নিয়ম: ১১

যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল: এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন, আবশ্যিক শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে-‘ঈয়’ প্রত্যয় যোগ করে ‘আবশ্যকীয়’ শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। আবার বিশেষণ ভেবে বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন, ‘নিশ্চয়’ বিশেষ্য। একে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ চলে না। এর বিশেষণ রূপ হয় ‘নিশ্চিত’।

❧ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
❧ শুদ্ধ: সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

নিয়ম: ১২

প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুল: প্রবাদ প্রবচনের মূলে রয়েছে যুগসংগত অভিজ্ঞতা। তাই যুগ-যুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদে যথেষ্ট বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূল অর্থ বদলে যায়। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

❧ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে হলুদ ফুল দেখে। ❧ শুদ্ধ: পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে সরষেফুল দেখে।

নিয়ম: ১৩

বিভক্তি প্রয়োগ সংগতি: বিভক্তি প্রয়োগ অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি যেন না থাকে।

❧ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে।
❧ শুদ্ধ: বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে।

নিয়ম: ১৪

বাক্য সর্বনাম প্রয়োগে সংগতি: বাক্যে সর্বনামের অবস্থান সম্পর্কে সতর্কতা বজায় রাখা দরকার, যেন কোনো ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। কারণ, কখনো কখনো সর্বনামের অবস্থান বদলের ফলে বাক্যের অর্থ বদলে যেতে পারে।

❧ উদাহরণ: ❧ অশুদ্ধ: তিনি চান, তারা তার পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।
❧ শুদ্ধ: তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।

নিয়ম: ১৫

ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়ার কাল প্রয়োগে সংগতি: যথাযথ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ না হলে বাক্য সংগতিপূর্ণ হয় না।

১৭ উদাহরণ: অশুদ্ধ: এলাকায় যখন-তখন বিদ্যুৎ-বিভাট দেখা যাচ্ছে। শুদ্ধ: এলাকায় যখন-তখন বিদ্যুৎ- বিভাট ঘটছে।

নিয়ম: ১৬

অসঙ্গতিপূর্ণ শব্দ: অসঙ্গতি পূর্ণ কিছু শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলো পরিহার করতে হবে। যেমন- বৈমাত্রের সহোদর (সহোদর অর্থ একই মায়ের উদরে যার জন্ম; পক্ষান্তরে বৈমাত্রের অর্থ সং মায়ের উদরে যার জন্ম), আরোগ্য হওয়া (আরোগ্যের সাথে হওয়া অসঙ্গতিপূর্ণ; হবে আরোগ্য লাভ করা), প্রবীণ বৃক্ষ (প্রবীণের সাথে বৃক্ষ সঙ্গতি পূর্ণ নয়; হবে প্রাচীন বৃক্ষ), সভাগৃহ (হবে সভাকক্ষ)।

১৮ উদাহরণ: অশুদ্ধ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। শুদ্ধ: মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।

নিয়ম: ১৭

য-ফলা (্য) এবং রেফ (ঁ) সম্পর্কিত সতর্কতা: এ বিষয়ে দু-একটি সাধারণ সূত্র মনে রাখলে ভুলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সাধারণত বিশেষ্যের ক্ষেত্রে য-ফলা (্য)ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শব্দটি যদি বিশেষণ হয় আর সেই শব্দের শেষ অক্ষরে যদি র-ফলা (়) বা রেফ (ঁ) থাকে তবে ঐ শব্দের বিশেষ্যে পরিণত হতে গেলে য-ফলা (্য) দরকার পড়বে।

১৯ উদাহরণ: অশুদ্ধ: দারিদ্রতা বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা। শুদ্ধ: দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা।

নিয়ম: ১৮

নয় তো/ নয়তো: উদাহরণ লক্ষ্য করুন: ক. আজ নয়, তো কাল যাব? খাঁটি মুক্তো নয় তো, নকল মুক্তো; কিছু কাল পরে নিজেই জানান দেব। খ. তুমি যেও, নয়তো মা খুব ভাববে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে ‘নয় তো’ এবং ‘নয়তো’ শব্দের ভিতরে অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। ‘নয় তো’ মানে ‘নয়’ আর ‘নয়তো’ বোঝাচ্ছে বিকল্পপথ। একইভাবে ‘হয় তো’ হচ্ছে হ্যাঁ-সূচক, আর ‘হয়তো’ হচ্ছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা।

নিয়ম: ১৯

উদ্দেশ্য/উদ্দেশ্য: উদ্দেশ্য অর্থ হৃদিস,খোঁজ,লক্ষ্য,দিক ইত্যাদি। উদ্দেশ্য অর্থ অভিপ্রায়,মতলব,তাৎপর্য।

২০ উদাহরণ: অশুদ্ধ: ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়ল।

শুদ্ধ: ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়ল।

অশুদ্ধ: তোমার উদ্দেশ্য কী?

শুদ্ধ: তোমার উদ্দেশ্য কী?

নিয়ম: ২০

লক্ষ্য/লক্ষ: লক্ষ্য অর্থ উদ্দেশ্য,অভিপ্রায়। লক্ষ অর্থ লাখ(একশ হাজার)

২১ উদাহরণ: অশুদ্ধ: এক লক্ষ্য টাকা হাত ছাড়া হয়ে গেল।

শুদ্ধ: এক লক্ষ টাকা হাত ছাড়া হয়ে গেল।

অশুদ্ধ: তোমার লক্ষ্য কী?

শুদ্ধ: তোমার লক্ষ্য কী?

তবে বিশেষ্য হিসেবে লক্ষ্য এবং ক্রিয়াপদ হিসেবে লক্ষ ব্যবহৃত হতে পারে।

নিয়ম: ২১

তৈরি/তৈরী: ক্রিয়াপদ হিসেবে তৈরি এবং বিশেষণ হিসেবে তৈরী ব্যবহৃত হয়।

২২ উদাহরণ: অশুদ্ধ: এককাপ চা তৈরী কর।

শুদ্ধ: এককাপ চা তৈরি কর।

অশুদ্ধ: হাতে তৈরি পোশাক।

শুদ্ধ: হাতে তৈরী পোশাক।

নিয়ম: ২২

স্বত্ব/সত্ত্ব: স্বত্ব অর্থ নিজস্ব বা অধিকার এবং সত্ত্ব অর্থ বিদ্যমান বা অস্তিত্ব।

২৩ উদাহরণ: অশুদ্ধ: এ বাড়িতে আমার সত্ত্ব আছে।

শুদ্ধ: এ বাড়িতে আমার স্বত্ব আছে।

অশুদ্ধ: মেয়েটি অস্ত্বসত্ত্বা।

শুদ্ধ: মেয়েটি অস্ত্বসত্ত্বা।

নিয়ম: ২৩

কি/কী: বাক্যের প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ/না বোঝালে ও অব্যয়রূপে ‘কি’ ব্যবহৃত হবে। অন্যদিকে বাক্যের প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ/না না বুঝিয়ে অন্য কোন উপাদান বোঝালে বা সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, যোজক বোঝালে ‘কী’ ব্যবহৃত হবে।

২৪ উদাহরণ: অশুদ্ধ: তুমি কী কাজটি করেছ?

শুদ্ধ: তুমি কি কাজটি করেছ?

অশুদ্ধ: কি সহজে হয়ে গেল বলা?

শুদ্ধ: কী সহজে হয়ে গেল বলা?

STUDENT



STUDY

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাক্যশুদ্ধি

অশুদ্ধবাক্য

অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য
অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা
আমি গীতাঞ্জলী পড়িয়াছি
উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন
কুপুরুষের মতো কথা বলছ কেন?
চণ্ডিদাস মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি
তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল
তিনি শিরোপীড়ায় ভুগছেন
তিনি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন
তিনি স্বস্তীক নিউমার্কেট গিয়াছেন
দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেন নাই
বিপদগ্রস্তকে সাহায্য কর
বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে
রোগের বৃদ্ধি পেয়েছে
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য
সাবধান পূর্বক চলিবে
সবিনয় পূর্বক নিবেদন
সে ভয়ানক সুখে আছে
এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না
সকল ছাত্রগণই উপস্থিত ছিল
মাদকাসক্তি মানুষকে ধ্বংস করে
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল
আমি সন্তোষ হলাম
আপনি কি আমার সপক্ষে না বিপক্ষে
শশীভূষণ প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক
সে আমার আয়ত্তাধীন নয়
মেয়েটি আকাংখা, আশিস, মুমূর্ষু বানান লিখতে ভুল করেছে
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ
কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখিয়াছেন

অশুদ্ধবাক্য

তাহার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি

শুদ্ধবাক্য

- অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
- অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
- আমি গীতাঞ্জলি পড়িয়াছি।
- উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
- কাপুরুষের মতো কথা বলছ কেন?
- চণ্ডীদাস মধ্যযুগের অন্যতম কবি।
- তাহার অপরিমিত আনন্দ হইল।
- তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছেন।
- তিনি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।
- তিনি স্বস্তীক নিউমার্কেট গিয়াছেন।
- দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেন নাই।
- বিপদগ্রস্তকে সাহায্য কর।
- বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।
- বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
- রোগের বৃদ্ধি হয়েছে।
- রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
- সাবধানে চলিবে।
- বিনয়পূর্বক বা সবিনয়ে নিবেদন।
- সে খুব সুখে আছে।
- এক মাঘে শীত যায় না।
- সকল ছাত্রই উপস্থিত ছিল।
- মাদকাসক্তি মানুষকে ধ্বংস করে।
- অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
- আমি সন্তুষ্ট হলাম।
- আপনি কি আমার পক্ষে না বিপক্ষে।
- শশীভূষণ প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।
- সে আমার অধীন নয়।
- মেয়েটি আকাঙ্ক্ষা, আশিস, মুমূর্ষু বানান লিখতে ভুল করেছে।
- বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
- কীর্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছেন।

শুদ্ধবাক্য

তার সৌজন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি।

আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি
 সব মাছগুলোর দাম কত?
 সে খুবই অপমান হয়েছে
 যেমন বুনো কচু তেমন টক তেঁতুল
 এভাবে হাটে কলসভাঙা ঠিক হয় নি
 সে আরোগ্য হইয়াছে
 বৃক্ষে কাঁঠাল, গৌফে তেল
 মেয়েটি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান
 দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়
 কালীদাস বিখ্যাত কবি
 তিনি আদালতে সাক্ষী দিয়েছেন
 নিরপরাধী, নিষ্পাপকে শাস্তি দেবে কেন?
 যাবতীয় প্রাণীকুল এ গ্রহের বাসিন্দা
 তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি
 আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত
 তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই
 বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর
 সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়
 সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত
 তাহার লেখাপড়ায় মনযোগ নাই
 এটা লজ্জাকর ব্যাপার
 আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই
 একের লাঠি দশের বোঝা
 অনাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার
 দরিদ্রের কথা বাসি হলে ফলে
 চোরে চোরে মামাত ভাই
 টেকি বেহেস্তে গেলেও ধান ভানে
 যাকে দেখতে নারি তার হাঁটা বাঁকা
 বসে বসে ভাত ধ্বংস করা

➤ আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখিয়াছি।
 ➤ মাছগুলোর দাম কত?
 ➤ সে খুবই অপমানিত হয়েছে।
 ➤ যেমন বুনো ওল, তেমন বাঘা তেঁতুল।
 ➤ এভাবে হাটে হাড়ি ভাঙ্গা ঠিক হয় নি।
 ➤ সে আরোগ্য লাভ করেছে।
 ➤ গাছে কাঁঠাল, গৌফে তেল।
 ➤ মেয়েটি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী।
 ➤ দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
 ➤ কালিদাস বিখ্যাত কবি।
 ➤ তিনি আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
 ➤ নিরপরাধ, নিষ্পাপকে শাস্তি দেবে কেন?
 ➤ যাবতীয় প্রাণী এ গ্রহের বাসিন্দা।
 ➤ তার উদ্ধত আচরণে ব্যথিত হয়েছি।
 ➤ আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
 ➤ তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
 ➤ বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
 ➤ সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়।
 ➤ সকল সভ্য সভায় উপস্থিত।
 ➤ তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই।
 ➤ এটা লজ্জাকর ব্যাপার।
 ➤ আমার বাঁচিবার সাধ নাই।
 ➤ দশের লাঠি একের বোঝা।
 ➤ অনাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
 ➤ গরিবের কথা বাসি হলে ফলে।
 ➤ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
 ➤ টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
 ➤ যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।
 ➤ বসে বসে অন্ন ধ্বংস করা।



আলোচ্য বিষয়

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দশুদ্ধিকরণ

ব্রাহ্মণ, ফটোশ্যুট, সময়কাল, রামায়ন, কিম্বদন্তী, মনোপুত্র, মনযোগ, স্বাক্ষরতা, শয্য, শ্রদ্ধাস্পদেসু, ভাগিরথী, সম্মিলন, মৌনতা, পশ্বাধম, পশুচার, অনাটন, শুশ্রূষা, সন্যাসী, শারীরীক, স্বার্থক, স্বার্থকতা, সূচীপত্র, মিমাংসা, মুখন্ত, প্রাণীতত্ত্ব, প্রাহু, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, সুপারিস, উচ্চাস, ভূষন, স্টেডিয়াম, বিদ্যান, শংসয়, কাংখিত, দুর্বিসহ, অভিশেক, বক্ষস্থল, সামর্থ, সম্বর্ধনা, কালীদাস, নির্দোষী, অসহনীয়, ঐক্যতা, সৌজন্যতা, সৌন্দর্যতা, সখ্যতা, পিচাস, সান্তনা, শশান, লজ্জাকর, সমৃদ্ধশালী, ব্যাখ্যা, স্বাশ্বত, মুহূর্ত, দুরাবস্থা, শশীভূষণ, গীতাঞ্জলী, মুমূর্ষ, কল্যাণীয়ায়, অধীনস্থ, অশ্রুজল, আবশ্যকীয়, ইতিমধ্যে, উপরোক্ত, উৎকর্ষতা, সায়ন্তশাসন, মরিচিকা, সদ্যজাত, সমিচীন, দোষণীয় অধ্যয়ন, আশীষ, কল্যান, স্বরস্বতী, স্বস্তীক, পিপিলিকা, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, বাল্লিকী, শিরচ্ছেদ, বিভিষিকা, দারিদ্রতা, ইতোপূর্বে, ঐক্যতান, সমিক্ষন, নিরিক্ষন, আকাংখা।

STUDENT



STUDY

প্রয়োগ/অপপ্রয়োগ-এর কতিপয় নিয়ম

০১. অত্র: অত্র অর্থ এখানে অর্থাৎ শব্দটি স্থান নির্দেশ করে। এই অর্থে অত্র ব্যবহার করা ভুল। যেমন: 'এই বিদ্যালয়' অর্থে 'অত্র বিদ্যালয়' ব্যবহার ভুল।
০২. উল্লেখিত: উপরে লিখিত অর্থে 'উল্লেখিত' শব্দটি ভুল। সন্ধির নিয়মে গঠিত শব্দটির শুদ্ধরূপ হলো উল্লিখিত (উৎ + লিখিত)।
০৩. সমৃদ্ধশালী: সমৃদ্ধ শব্দের অর্থ সম্পদশালী। সমৃদ্ধ-এর সাথে শালী যোগ করা বাহুল্য দোষ। শব্দটির শুদ্ধরূপ হবে সমৃদ্ধ বা সম্পদশালী।
০৪. ভাষাভাষী: ভাষা ব্যবহারকারী অর্থে 'ভাষী' শব্দটিই যথেষ্ট। 'ভাষাভাষী' প্রয়োগ বাহুল্য দোষ।
০৫. বমালসুদ্র: বমাল অর্থ মালসুদ্র। বমাল এর সাথে সুদ্র ব্যবহার ভুল।
০৬. তৎকালীন সময়: তৎকালীন অর্থ সেই সময়। তৎকালীন এর পর সময় ব্যবহার অশুদ্ধ।
০৭. জন্মবার্ষিকী: জন্মবার্ষিক এর সাথে 'ঈ' প্রত্যয় ব্যবহার অশুদ্ধ। শব্দটির শুদ্ধরূপ জন্মবার্ষিক।
০৮. ইদানিংকালে: ইদানিং অর্থ বর্তমান কাল বা সাম্প্রতিক সময়। ইদানিং এর সাথে কাল ব্যবহার বাহুল্য দোষ।
০৯. আকণ্ঠ পর্যন্ত: আকণ্ঠ অর্থ কণ্ঠ পর্যন্ত। আকণ্ঠ এর পরে পর্যন্ত ব্যবহার বাহুল্য দোষ। শব্দটির শুদ্ধরূপ আকণ্ঠ বা কণ্ঠ পর্যন্ত।
১০. অশ্রুজল: অশ্রু অর্থ চোখের জল। অশ্রুর সাথে জল ব্যবহার বাহুল্য দোষ। শব্দটির শুদ্ধরূপ অশ্রু বা চোখের জল।
১১. সময়কাল: কাল এবং সময় একই অর্থ প্রকাশ করে। একই সাথে সময়কাল ব্যবহার অশুদ্ধ। শুদ্ধরূপ সময় বা কাল।
১২. চলাকালীন সময়: কালীন শব্দটি কাল শব্দের বিশেষণ। কাল অর্থ সময়। তাই একই সাথে চলাকালীন সময় অশুদ্ধ। এর শুদ্ধরূপ চলাকালীন বা চলার সময়।
১৩. প্রেক্ষিত: পরিপ্রেক্ষিত অর্থে প্রেক্ষিত শব্দটির ব্যবহার ভুল। প্রেক্ষণ বিশেষ্যপদ থেকে প্রেক্ষিত বিশেষণ পদটি গঠিত হয়েছে। প্রেক্ষণ অর্থ দৃষ্টি; প্রেক্ষিত অর্থ দর্শিত বা যা দেখা হয়েছে।
১৪. ফলশ্রুতি: শব্দটির অভিধানিক অর্থ পূণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা। ফলশ্রুতি শব্দটি ভুল। এর বদলে ফলাফল, ফল, পরিণতি ব্যবহার শুদ্ধ।



প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
রামায়ন	রামায়ণ
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি
মনোপুত	মন:পুত
মনযোগ	মনোযোগ
সন্ধিহান	সন্দেহ
সাক্ষরতা	সাক্ষরতা
শস্য	শস্য
প্রনয়ন	প্রণয়ন
শীকার	শিকার
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ
ফটোস্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট
সময়কাল	সময়/ কাল
সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
সুস্বাগত	স্বাগত
বিবিধ প্রকার	বিবিধ
শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠতর	শ্রেষ্ঠ
করিতকর্মী	করিত কর্মী
শ্রদ্ধাম্পদাসু	শ্রদ্ধাম্পদেষু
ভাগিরথী	ভাগীরথী
সম্মিলন	সম্মেলন
মৌনতা	মৌন
ঘূর্ণায়মান	ঘূর্ণায়মান
জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
বহুত্বসব	বহুত্বসব
বক্ষোপরি	বক্ষ-উপরি
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
পশ্বাধম	পশ্বধম
পশ্বাচার	পশ্বাচার
অনাটন	অনটন
শুশ্রূষা	শুশ্রূষা
সন্যাসী	সন্ন্যাসী
শশাংক	শশাঙ্ক
শারীরীক	শারীরিক
মূর্তি	মূর্তি
মূর্ছনা	মূর্ছনা
স্বার্থক	সার্থক
স্বার্থকতা	সার্থকতা
সূচীপত্র	সূচিপত্র
সাক্ষরতা	সাক্ষরতা
মিমাংসা	মীমাংসা
মুখস্থ	মুখস্থ
প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ শব্দ

অর্পন	—	অর্পণ
অগত্য	—	অগত্যা
অবলিলা	—	অবলীলা
অগ্নিমান্দ	—	অগ্নিমান্দ্য
অপরাহু	—	অপরাহু
অগুৎপাত	—	অগ্ন্যুৎপাত
অন্তর্ভুক্ত	—	অন্তর্ভুক্ত
অনিহা	—	অনীহা
অঙ্গিকার	—	অঙ্গীকার
অতীথি	—	অতিথি
অদ্ভুত	—	অদ্ভুত
উদ্ভুত	—	উদ্ভূত
অনসন	—	অনশন
অজাগর	—	অজগর
অধ্যায়ন	—	অধ্যয়ন
অদ্যপি	—	অদ্যাপি
অভিসেক	—	অভিষেক
অত্যাধিক	—	অত্যধিক
অত্যন্ত	—	অত্যন্ত
অহনিশি	—	অহর্নিশ
অহোরাত্রি	—	অহোরাত্র
অনুদীত	—	অনুদিত/অনুদিত
অসহ্যনীয়	—	অসহ্য/অসহনীয়
অর্থনৈতিক	—	অর্থনীতিক
অদ্যাবধি	—	অদ্যাবধি
অদ্যপিও	—	অদ্যাপিও
অধীনস্থ	—	অধীন
অশ্রংজল	—	অশ্রং
আয়ত্তাধীন	—	আয়ত্ত/অধীন
আশির্বাদ	—	আশীর্বাদ
আশীষ	—	আশিস
আভ্যন্তরীণ	—	অভ্যন্তরীণ
আমাবশ্যা	—	অমাবস্যা
আকাঙ্ক্ষা	—	আকাঙ্ক্ষা
আয়ত্ত	—	আয়ত্ত
আবশ্যকীয়	—	আবশ্যক
আরোগ্য হওয়া	—	আরোগ্য লাভ করা
ইতোপূর্বে	—	ইতিপূর্বে/ ইতঃপূর্বে
ইম্পিত	—	ঈঙ্গিত
ইয়ত্তা	—	ইয়ত্তা
উচ্ছাস	—	উচ্ছাস
উপরোক্ত	—	উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত
প্রদত্ত শব্দ	—	শুদ্ধ শব্দ
উপযোগি	—	উপযোগী

উৎপাৎ	–	উৎপাত
উৎকর্ষতা	–	উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা
উদ্ধতপূর্ণ	–	উদ্ধত্যপূর্ণ
উন্নতিশীল	–	উন্নতশীল
উষা	–	উষা
একান্নবর্তি	–	একান্নবর্তী
একত্রিত	–	একত্র
ঐক্যতা	–	ঐক্য/একতা
ঐক্যতান	–	ঐকতান
কৌতুহল	–	কৌতূহল
কথপোকথন	–	কথোপকথন
কল্যাণ	–	কল্যাণ
কিস্মা	–	কিংবা
কেবলমাত্র	–	কেবল/মাত্র
কালীদাস	–	কালিদাস
কুশিলব	–	কুশীলব
কুটনৈতিক	–	কূটনৈতিক
কীর্তিবাস	–	কৃতিবাস
কচিৎ	–	কুচিৎ
ক্ষোদিত	–	খোদিত
গ্রীস্য	–	গ্রীষ্ম
গ্রহিনী	–	গ্রহিণী
গ্রাহনীয়	–	গ্রাহ্য/গ্রহণীয়
গৃহস্ত	–	গৃহস্থ
গার্হস্থ্য	–	গার্হস্থ্য
গুণীজন	–	গুণিজন
গবেষণা	–	গবেষণা
ঘূর্ণমান	–	ঘূর্ণ্যমান
চাক্ষুস	–	চাক্ষুষ
চক্ষুস্মান	–	চক্ষুস্মান
চাঞ্চল্যাতা	–	চাঞ্চল্য/ চঞ্চলতা
ছাগীদুগ্ধ	–	ছাগদুগ্ধ
জৈষ্ঠ	–	জ্যেষ্ঠ
জীবি	–	জীবী
জীবাস্থ	–	জীবাস্থা
জোতি	–	জ্যোতি
জোতিষী	–	জ্যোতিষী
জাগরুক	–	জাগরুক
জীবাত্মা	–	জীবাত্মা
জাতী	–	জাতি
তরা	–	তুরা
ততক্ষণাৎ	–	তৎক্ষণাৎ
তত্ত	–	তত্ত্ব
প্রদত্ত শব্দ		শুদ্ধ শব্দ
তত্ত্বাবধান	–	তত্ত্বাবধান
তৎব্যতীত	–	তদ্ব্যতীত

দ্বিতীয়	–	দ্বিতীয়
দারিদ্রতা	–	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
দৌরাত্র্য	–	দৌরাত্র্য
দৈত	–	দ্বৈত
দুতক্রীড়া	–	দ্যুতক্রীড়া
দুরাবস্থা	–	দুরবস্থা
দুরাদৃষ্ট	–	দূরদৃষ্ট
দোষনীয়	–	দূষণীয়
ধন্যাত্মক	–	ধন্যাত্মক
নৈঋত	–	নৈঋত
নুজ	–	ন্যুজ
নূন	–	ন্যূন
নিশিথ	–	নিশীথ
নিরপরাধী	–	নিরপরাধ
নিরহংকারী	–	নিরহংকার
নির্ধনী	–	নির্ধন
নির্দেশী	–	নির্দোষ
নিষ্কন	–	নিকুণ
নিরিক্ষন	–	নিরীক্ষণ
প্রিয়মদা	–	প্রিয়ংবদা
প্রাতঃস্মরণীয়	–	প্রাতঃস্মরণীয়
প্রসংশনীয়	–	প্রশংসনীয়
পশ্চাত	–	পশ্চাৎ
প্রতিক	–	প্রতীক
পানিণি	–	পাণিনি
পক্ক	–	পক্ব
পার্শ্ব	–	পার্শ্ব
প্রতিদ্বন্দ্বি	–	প্রতিদ্বন্দ্বী
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	–	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রতুষ	–	প্রতুষ
পৃথকান্ন	–	পৃথগ্ন
পিচাশ	–	পিশাচ
পিপিলিকা	–	পিপীলিকা
পিতৃসসা	–	পিতৃস্বসা
ব্যতিক্রম	–	ব্যতিক্রম
ব্যথা	–	ব্যথা
বুৎপত্তি	–	বুৎপত্তি
ব্যয়াম	–	ব্যায়াম
বাণীকী	–	বাণীকি
বিনাপাণি	–	বীণাপাণি
বিদেষ	–	বিদেষ
বাস্পিভূত	–	বাস্পীভূত
প্রদত্ত শব্দ		শুদ্ধ শব্দ
বিষন্ন	–	বিষগ্ন
ব্যক্তি	–	ব্যক্তি
বিভিষিকা	–	বিভীষিকা

ভৌগলিক	–	ভৌগোলিক
ভূবন	–	ভুবন
ভূম্যধিকারী	–	ভূম্যধিকারী
মনরঞ্জন	–	মনোরঞ্জন
মহত্ব	–	মহত্ত্ব
মূনাল	–	মূণাল
মুহূর্ত	–	মুহূর্ত
মধুসূদন	–	মধুসূদন
মন্যন্তর	–	মন্তর
মাধুর্যতা	–	মাধুর্য/মধুরতা
মুমূর্ষু	–	মুমূর্ষু
যুথিকা	–	যুথিকা
যুবাগণ	–	যুবগণ
যশস্বী	–	যশস্বী
যাথার্থতা	–	যাথার্থ/যথার্থতা
লক্ষণ	–	লক্ষণ
লক্ষ্যণীয়	–	লক্ষণীয়
লজ্জাকর	–	লজ্জাকর
লিলাভূমি	–	লীলাভূমি
শশ্যান	–	শশ্যান
শস্তুর	–	শস্তুর
শাশুড়ি	–	শাশুড়ী
শারিরিক	–	শারীরিক
শিরোগাম	–	শিরোনাম
শাপদ	–	শ্বাপদ
শ্বাস্থত	–	শাশ্বত
শিরচ্ছেদ	–	শিরচ্ছেদ
শশ্রু	–	শ্রু
শিরোগীড়া	–	শিরঃগীড়া
শুশ্রূসা	–	শুশ্রূষা
যান্মাসিক	–	যান্মাসিক
সত্ব	–	স্বত্ব
সন্মান	–	সন্মান
সন্মেলন	–	সন্মেলন
স্ফুর্তি	–	স্ফুর্তি
সন্তেও	–	সন্তেও
সহযোগি	–	সহযোগী
সহযোগীতা	–	সহযোগিতা
সত্ত্বা	–	সত্ত্বা
সত্ত	–	সত্ত্ব
সান্তনা	–	সান্ত্বনা
প্রদত্ত শব্দ		শুদ্ধ শব্দ
স্বতঃস্ফূর্ত	–	স্বতঃস্ফূর্ত
স্বাতন্ত্র্য	–	স্বাতন্ত্র্য
সায়ন্তশাসন	–	সায়ন্তশাসন
সদ্যজতি	–	সদ্যোজাত

সমিচীন	–	সমীচীন
সুসুপ্ত	–	সুষুপ্ত
সৌজন্যতা	–	সৌজন্য
স্বিকার	–	স্বীকার
সম্বরণ	–	সংবরণ
সমিকরণ	–	সমীকরণ
স্বরস্বতী	–	সরস্বতী
স্বস্তীক	–	সস্তীক
হৃদপিণ্ড	–	হৃৎপিণ্ড
হীনমন্যতা	–	হীনম্নমন্যতা
অভিসেক	–	অভিষেক
আশীষ	–	আশিস
কল্যান	–	কল্যাণ
নিসাদ	–	নিষাদ
বীণাপানি	–	বীণাপাণি
মুন্যয়	–	মুন্যয়
সুসমা	–	সুষমা
অধ্যায়ন	–	অধ্যয়ন
অদ্যপি	–	অদ্যাপি
সম্বদ	–	সংবাদ
সম্বর্ধনা	–	সংবর্ধনা
স্বতোসিদ্ধ	–	স্বতঃসিদ্ধ
পিশাচিনী	–	পিশাচী
নির্ধনী	–	নির্ধন
নির্দোষী	–	নির্দোষ
পক্ষীশাবক	–	পক্ষিশাবক
পথমধ্যে	–	পথিমধ্যে
অসহ্যনীয়	–	অসহ্য
বাহ্যিক	–	বাহ্য
সৌন্দর্যতা	–	সৌন্দর্য
সুবুদ্ধিমান	–	সুবুদ্ধি
সখ্যতা	–	সখ্য
মাহাত্য	–	মাহাত্ম্য
কৌতুহল	–	কৌতূহল
বাণ্মিকী	–	বাণ্মীকি
মিমাংসা	–	মীমাংসা
হৃষিকেশ	–	হৃষীকেশ
সমীচীন	–	সমীচীন
উৎপাৎ	–	উৎপাত
প্রদত্ত শব্দ		শুদ্ধ শব্দ
ব্যার্থ	–	ব্যর্থ
অহিনিশি	–	অহর্নিশ
অধীনস্থ	–	অধীন
নীরোগী	–	নীরোগ

আবশ্যকীয়	–	আবশ্যক
আভ্যন্তরীণ	–	অভ্যন্তরীণ
আকর্ষণ পর্যন্ত	–	আকর্ষণ বা কর্ষণ পর্যন্ত
ইতিমধ্যে	–	ইতোমধ্যে
উপরোক্ত	–	উপর্যুক্ত
উদ্বেলিত	–	উদ্বেল
করিতকর্মা	–	কৃতকর্মা
কিস্মা	–	কিংবা
গডালিকা	–	গডলিকা
প্রসারতা	–	প্রসার
বাহুল্যতা	–	বাহুল্য, বহুলতা
যদ্যপি	–	যদ্যপি
শিরোপীড়া	–	শিরঃপীড়া
সলজ্জিত	–	লজ্জিত/সলজ্জ
সশক্তি	–	সশঙ্ক/শক্তি
সম্ভ্রান্তশালী	–	সম্ভ্রমশালী বা সম্ভ্রান্ত
সমৃদ্ধশালী	–	সমৃদ্ধিশালী
সবিনয় পূর্বক	–	সবিনয়ে, বিনয়পূর্বক
সুবুদ্ধিমান	–	সুবুদ্ধি
ব্যাখ্যা	–	ব্যথা
স্বাশ্রিত	–	শাশ্রিত
জৈষ্ঠ	–	জ্যেষ্ঠ
মুহূর্ত	–	মুহূর্ত
পরিস্কার	–	পরিস্কার
শশীভূষণ	–	শশিভূষণ

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
কল্যানীয়াষু	কল্যাণীয়েষু
মৃণময়	মৃণায়
অভিশেক	অভিষেক
বক্ষস্থল	বক্ষঃস্থল
সামর্থ	সামর্থ্য
পুবালী	পুবালি
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
ইষ্টর্গ	ইস্টার্ন
স্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
বিদ্যান	বিদ্বান
শংসয়	সংশয়
কাংখিত	কাজিফত
তরান্নিত	তরাণিত
দূর্গা	দুর্গা
অনুসূয়া	অনসূয়া
ক্ষুধপিপাসা	ক্ষুধপিপাসা
ধংস	ধ্বংস
মনক্ষুন্ন	মনঃক্ষুন্ন
প্রাণীতত্ত্ব	প্রাণিতত্ত্ব
যীশুখ্রিস্ট	যিশুখ্রিস্ট
প্রাহ	প্রাহু
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
সায়াহ্ন	সায়াহ্ন
সুপারিস	সুপারিশ
ভূষন	ভূষণ
মানষী	মানসী
উচ্ছাসিত	উচ্ছৃসিত
ভবিষ্যৎবানী	ভবিষ্যদ্বাণী